

হ্যান্ডআউট

সিআইজি ও নন-সিআইজি খামারী সমাবেশ

মহিষ পালন সিআইজি

উপদেষ্টা

ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা

পরিচালক

পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সম্পাদনায়

ডা: মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন খান

ট্রেনিং এন্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট

পিআইইউ, এনএটিপি-২, ডিএলএস

সহযোগিতায়



ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম-ফেজ II প্রজেক্ট (এনএটিপি-২)
প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) : প্রাণিসম্পদ অংগ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।

www.natpdl.gov.bd



মহিষের উন্নত জাত নির্বাচন :

- গৃহপালিত মহিষের জাতকে প্রধানত ২ (দুই)টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- নদী মহিষ (River Buffalo) এবং জলা মহিষ (Swamp Buffalo)।
- সাধারণত নদী মহিষ দুধ উৎপাদনের জন্য এবং জলা মহিষ মাংস উৎপাদনের জন্য পালন করা হয়।
- নদী মহিষের মধ্যে মুররা নীলি, রাভি, জাফরাবাদি, সুরাটি মেশানো উল্লেখযোগ্য।
- আমাদের দেশে নদী মহিষের মধ্যে মুররা নীলি জাতের মহিষ বেশী পরিচিত। মুররা নীলি জাতের মহিষ এর উৎপত্তিস্থল মূলত ভারত ও পাকিস্তান।
- মুররা নীলি জাতের মহিষের বৈশিষ্ট্য :
 - বছরে প্রায় ২৭০-২৮০দিনে ১৪০০-২০০০ লিটার দুধ দেয়, তবে উৎকৃষ্ট মানের গাভী থেকে ২৫০০-৩৫০০ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়,
 - দুধে চর্বি'র পরিমাণ বেশী থাকে, প্রায় ৭%,
 - একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ মহিষ প্রায় ৫৫০ কেজি এবং গাভী মহিষ প্রায় ৪৫০ কেজি ওজন হতে পারে।

মহিষের উন্নত বাসস্থান :

আমাদের দেশে গ্রামীণ পরিবেশে দু-চারটি মহিষ পালনে বাসস্থান উপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। তবে মহিষ খামার করতে হলে মহিষের উন্নত বাসস্থান এর বিষয়ে গুরুত্ব দেয় অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই মহিষের খামার করতে হলে নিম্ন বিষয়গুলো বাসস্থান নির্মাণে লক্ষ্য রাখতে হবে :

- ঘর স্বাস্থ্যসম্মত ও আরামদায়ক হতে হবে।
- ঘরে পর্যাপ্ত আলোবাতাস ঢোকান ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঘরের মেঝে মজবুত হবে, পিচ্ছিল ভাব থাকলে বিপদজনক হবে।
- স্বাস্থ্য সুরক্ষায় খাবার প্রাত্র (Manger) ব্যবহার করতে হবে।
- প্রতিটি মহিষের জন্য বয়স অনুপাতে গোয়ালঘরে প্রয়োজনীয় জায়গা থাকতে হবে।
- গোয়ালঘর দৈনিক সময়মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে।

মহিষ এর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা :

- পানির প্রতি মহিষের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে, তাই নদী মহিষ পরিষ্কার পানি ও জলাশয়ের মহিষ ডোবা-নালার কর্দমাক্ত পানি গায়ে মেখে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
- যেখানে নদী-ডোবা নেই সেখানে ছায়াযুক্ত স্থানে মহিষ রেখে পাইপের সাহায্যে দিনে অন্তত দু'বার পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে।
- মহিষের তড়কা, গলাফুলা, ক্ষুরা, বাদলা, কৃমি ও ওলান ফুলা রোগ হতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনা :

আমাদের দেশীয় মহিষের খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি সাধারণত তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে এদের নিকট থেকে আশানুরূপ উৎপাদনও পাওয়া যায় না। অথচ মহিষকে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস, পরিমিত প্রক্রিয়াজাত খড়, দানাদার খাদ্য (কুড়া, গমের ভূষি, চাউলের খুদ, খৈল, কলাই, মটর, খেশারী, কুড়া ইত্যাদি), পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার পানি (নলকূপের টাটকা পানি) সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা, নিয়মিত কৃমিনাশক চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হলে এদের উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর সবচেয়ে সহজলভ্য ও

সাধারণ খাদ্য হল খড় যার ভিতর আমিষ, শর্করা ও খনিজের ব্যাপক অভাব রয়েছে। বর্তমানে খড়কে ইউরিয়া দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করলে তার খাদ্যমান বহুগুণে বেড়ে যায়।

- প্রাণির খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন :
 - আঁশ বা ছোবড়া জাতীয় খাদ্য : খড় , সবুজ ঘাস বা কাঁচা ঘাস, ইত্যাদি।
 - দানাদার জাতীয় খাদ্যঃ চালের কুঁড়া, গমের ভূষি, খেসারি ভাঙ্গা, তিল বা বাদাম খৈল, ইত্যাদি
 - সহযোগী অন্যান্য খাদ্য : খনিজ উপাদান, ভিটামিন ইত্যাদি।
- হজমের সুবিধার্থে প্রাণিকে খড় কেটে ও কাটা খড়ের সহিত ১০% চিটাগুড় মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
- পশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে। এর ফলে খাদ্য খরচ কম হবে এবং পশু অপুষ্টি থেকে রক্ষা পাবে ও রোগ-ব্যাদি কম হবে।

ইউরিয়া-মোলাসেস-খড় (ইউ.এম.এস) প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উহার ব্যবহার :

ইউ.এম.এস তৈরীর প্রথম শর্ত হল এর উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা সঠিক রাখতে হবে অর্থাৎ ১০০ ভাগ ইউ.এম.এস এর শুষ্ক পদার্থের মধ্যে ৮২ ভাগ খড়, ১৫ ভাগ মোলাসেস (চিটাগুড়) এবং ৩ ভাগ ইউরিয়া থাকতে হবে। এ হিসাব মতে ১০০ কেজি শুকনা খড়, ঘনত্বের উপর নির্ভর করে ১৫-২০ কেজি মোলাসেস (চিটাগুড়) ও ৩ কেজি ইউরিয়া মিশালেই চলবে। খড় ভিজা বা মোলাসেস পাতলা হলে উভয়ের পরিমাণই বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথমে খড়, মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমাণ মেপে নিতে হবে। এর পর পানিতে ইউরিয়া ও চিটাগুড় মিশিয়ে উহা ভালভাবে খড়ের সাথে মিশাতে হবে। পানি বেশী হলে দ্রবণটুকু খড় চুষে নিতে পারবে না আবার কম হলে দ্রবণ ছিটানো সমস্যা হবে। শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমভাবে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণটি আস্তে আস্তে ঝরণা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উল্টিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবণ চুষে নেয়। খড় এভাবে স্তরে স্তরে সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবণ সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ওজন করা খড়ের সাথে পুরো দ্রবণ মিশিয়ে নিলেই ইউ.এম.এস প্রাণিকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়ে যাবে। প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া মোলাসেস খড় সঙ্গে সঙ্গে গরুকে খাওয়ানো যায় অথবা একবারে ২/৩ দিনের তৈরীখড় সংরক্ষণ করে আস্তে আস্তে খাওয়ানো যায়। তবে কোন অবস্থাতেই খড় বানিয়ে তিন দিনের বেশী রাখা উচিত নয়। কারণ তাতে খড়ে ইউরিয়া এবং মোলাসেস এর পরিমাণ কমেতে থাকবে।

- ইউ.এম.এস ৬ মাসের উর্দ্ধে সকল বয়সের গরুকে তাদের চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।
- যেহেতু ইউরিয়া ও মোলাসেস খড়ের সাথে ধীরে ধীরে খাচ্ছে, তাই প্রাণির বিষক্রিয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।
- কৃষক তার দৈনিক চাহিদা মত খড় প্রস্তুত করে প্রতিদিন খাওয়াতে পারেন। তবে প্রক্রিয়াজাত খড় তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করে রাখা যাবে না। কেননা তিন দিনের বেশী সংরক্ষণ করলে এর গুণগত মান কমে যাবে।
- পশুকে ইউ.এম.এস খাওয়ানোর তেমন কোন অসুবিধা নেই। তবে অসুস্থ পশু, ছয় মাসের কম বয়সের বাছুর, গাভীর গর্ভকালের শেষ অবস্থায় ইউ.এম.এস খাওয়ানো যাবে না।

মহিষ প্রজনন কার্যক্রম :

- মহিষ প্রজনন উৎপাদন ক্ষমতা গরুর চেয়ে অনেক কম।
- মহিষের ক্ষেত্রে ১ম বার বাচ্চা উৎপাদনের বয়স অনেক বেশী হয় এবং দুই বাচ্চা উৎপাদনের মধ্যে সময়ের পার্থক্যও অনেক বেশী থাকে।
- মাদী মহিষ গরম হওয়ার লক্ষণ গরুর মত এত সহজে বুঝা যায় না। তাই কৃত্রিম প্রজননের কার্যক্রম মহিষের ক্ষেত্রে এত সহজ নয়।

- তবে ড্রিজার বুল হলে মহিষ গরম হওয়ার সময় নির্ণয় করা সহজ হয়।
- বাংলাদেশে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এখনও পরীক্ষাধীন রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক প্রজনন অর্থাৎ ষাঁড় দিয়ে সরাসরি মাদী মহিষকে পাল/প্রজনন করা হয়।
- দিনের দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা কম হলে মহিষ প্রজনন অনেকটা অনুকূলে থাকে, অর্থাৎ প্রজননকাল অনেকটা ঋতু ভিত্তিক (Seasonal), তবে কম-বেশী সারা বছরই মহিষ প্রজনন হয়ে থাকে।
- নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস মহিষ প্রজননের কার্যক্রম সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে।
- মহিষের প্রজনন ঋতু চক্র গাভীর মতই হয়, অর্থাৎ ২১ দিন পরপর ডাকে আসবে।

মহিষ গাভীর প্রথম প্রজননের সময় ও গর্ভকালীন সময় :

- গাভী/মহিষ এর বাছুরকে সুষ্ঠু পরিচর্যা করা হলে দেশী জাতের বকনা বাছুর ২৪-৩৬ মাস বয়সে এবং সংকর জাত/ইউরোপিয়ান জাতের বকনা বাছুর ১০-১৮ মাস বয়স থেকেই ডাকে আসে, অর্থাৎ প্রজননের জন্য প্রস্তুত হয়। তবে বকনা বাছুরকে প্রথম প্রজননের জন্য তার বয়স ২২ মাস না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম।
- সাভাবিক অবস্থায় বকনা প্রতি ১৭-২০ দিন অন্তর এবং গাভী প্রতি ১৮-২৪ দিন অন্তর ডাকে আসে।
- বকনা বাছুর/গাভী প্রজননের জন্য ডাকে আসার পর ১২-২৮ ঘন্টা পর্যন্ত ডাকে থাকে। তবে প্রজননের জন্য ষাঁড় দিয়ে পাল দেয়া/কৃত্রিম প্রজনন করার উত্তম সময় হচ্ছে ডাকে আসার ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে পাল দেয়া/কৃত্রিম প্রজনন করা।
- বকনা বাছুর/গাভীকে প্রজনন করার পর থেকে বাছুর প্রসব করা পর্যন্ত সময় অর্থাৎ গর্ভবতী গাভী/মহিষ এর প্রসবকালীন সময় হচ্ছে ২৮০ (+/-১০) দিন।
- গাভী প্রসব করার ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পুনরায় ডাকে আসে। এ সময় পুনরায় গাভীকে পাল দেয়া/কৃত্রিম প্রজনন করতে হবে।

গর্ভবতী মহিষ এর পরিচর্যা

- গর্ভধারণের শেষের দিকে দোহন বন্ধকরণ ও তার সুফল :
 - উন্নতজাতের দুগ্ধবতী মহিষকে গর্ভধারণের ৮মাস পর্যন্ত দোহনের পর দোহন বন্ধকরণে হবে। এ জন্য দোহন বন্ধ করার দিন থেকে ১/২ দিন মিশ্রিত দানাদার খাদ্য বন্ধ করতে হবে।
 - দোহন বন্ধ করা না হলে নবজাত বাছুর অত্যন্ত নিস্তেজ ও দুর্বল এবং গাভীর পরবর্তী দোহনে দুধ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
 - দুধ বন্ধ হলে পুনরায় দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। তবে প্রসবের প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব হতে মহিষের খাদ্যের পরিমাণ আন্তে আন্তে হ্রাস করতে হবে।
- প্রসবের আগে মহিষ এর জন্য পরিষ্কার নরম বিছানার প্রয়োজন।
- বাচ্চা জন্মানোর ৬-১২ ঘন্টার মধ্যে প্রসবকৃত মহিষের ফুল (Placenta) না পড়লে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- সময়মত ফুল (Placenta) পড়লে তখন সাথে সাথে তা সরিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।
- গর্ভবতী মহিষকে প্রসবের পর কিছু দিন হালকা খাবার (যেমন কাঁচা ঘাস, গমের ভূষি, ইত্যাদি) প্রদান করতে হবে।
- মহিষকে প্রসবের কিছু দিন পর পূর্বের ন্যায় পূর্ণ পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

বাছুরের পরিচর্যা

ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে বাছুরকে যথাযথভাবে লালন-পালন করতে হবে। বাছুরের যত্ন মূলত গাভী গর্ভবতী থাকা অবস্থা থেকেই হরতে হবে। এক্ষেত্রে গাভীকে অন্তত গর্ভের শেষ তিনমাস পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ করতে

হবে। বাছুরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগমুক্ত রাখার জন্য বিশেষ কয়েকটি নিয়মের প্রতি খেয়াল রাখলে ভবিষ্যতে অসুখ-বিসুখ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

- অপরিষ্কার স্যাঁতস্যাঁতে জায়গাতে বাছুর প্রসব করলে বাছুরের বিভিন্ন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে। তাই গাভী প্রসবের প্রাক্কালে গাভীকে অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহন করতে হবে।
- জন্মের পর পরই বাছুরকে শুকনো খড়কুটো বা ছালার উপর রাখতে হবে। বাছুরের নাক ও মখু মন্ডল হতে লালা বা ঝিল্লি পরিষ্কার করতে হবে। নতুবা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই গাভী যেন তার নবজাত বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে,
- যদি বাছুরের শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে বুকের পাঁজরের হাড়ে আন্তে আন্তে কিছুক্ষণ পর পর কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। বাছুরের নাকে, মুখে, নাভীতে ফুঁ দিলেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
- জন্মের সাথে সাথে বাছুরের নাভীতে কিছু এন্টিসেপটিক যেমন টিংচার আয়োডিন, ডেটল বা সেভলন লাগাতে হবে। ফলে ধনুষ্টংকর, নাভী ফুলা ইত্যাদি হবার সম্ভাবনা থাকে না।
- গাভী যেন তার বাছুরকে চাটতে পারে সে সুযোগ করে দিতে হবে অথবা শুকনো খড় বা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বাছুরের শরীর ভাল ভাবে মুছে দিতে হবে। এ অবস্থায় বাছুরকে পানি দিয়ে ধৌত করা সমীচীন হবে না। কারণ, পানির সংস্পর্শে আসলে বাছুরের ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এবং নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
- নবজাত বাছুরকে ১-২ ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়াতে হবে, এই শালদুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এই দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' যা বাছুরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।
- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো উচিত। নতুবা এর হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্বতা দেরীতে আসবে।
- বাছুরের প্রতি সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সময় মত খাদ্য ও পানি সরবরাহ দিতে হবে। রোগ প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

বাছুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

- বাছুরের জন্মের পর থেকে ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে যতটুকু পুষ্টিসাধন করা হবে পরবর্তী জীবনকালের বৃদ্ধি ও উৎপাদন তার উপর সিংহভাগ নির্ভর করবে।
- জন্মের প্রথম দিন থেকে সাধারণতঃ ৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরের দৈনিক বৃদ্ধি ও ওজন দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এ সময় যদি শরীরে পুষ্টির অভাব হয় তবে এর যৌনাঙ্গের বিকাশ ও যৌবন প্রাপ্তি দেরীতে আসবে। ফলে ভবিষ্যতে গর্ভ ধারণ ও বাচ্চা উৎপাদনও কম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বাছুর পুষ্টির অভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে মারাও যেতে পারে। এসব কারণে জন্মের পর থেকেই পরিমিত খাদ্য সরবরাহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।
- জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ বাছুর জন্মানোর আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে শাল দুধ খাওয়ানো শুরু করতে হবে। শাল দুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো, বাছুরের ওজন ১০ কেজি হলে ১ কেজি শাল দুধ, বাছুরের ওজন ২০-২৫ কেজি হলে ১.২-১.৫ কেজি শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- বাচ্চাকে গাভী থেকে দুধ চুষে খেতে দিতে হবে। এতে গাভী বেশী দুধ দিবে এবং গাভী দেরীতে দুধ দেয়া বন্ধ করবে।
- সাধারণতঃ বাছুরকে দু'বেলা দুধ খেতে দিতে হবে এবং নিয়মিত একই সময়ে দুধ খাওয়াতে হবে।

- বাছুরকে দুই সপ্তাহ পর দুধ সরবরাহের সাথে সাথে অল্প পরিমাণ কচি ঘাস ও দানাদার খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন। তা করা না হলে বাছুরের হজম ক্ষমতা কমে যাবে এবং পাকস্থলির পরিপক্বতা দেরীতে আসবে।

জন্ম থেকে দুধ ছাড়া পর্যন্ত বাছুরকে দুধ, দানাদার ও ঘাস সরবরাহ এর পরিমাণ :

বয়স	দৈনিক	দানাদার ও ঘাস সরবরাহ
০-৭ দিন (১ম সপ্তাহ)	২ লিটার	এ বয়সে দানাদার ও খড় ঘাসের প্রয়োজন নেই।
২য় সপ্তাহ	৩ লিটার	দানাদার খাদ্য অর্থাৎ কাফ স্টার্টার (২০% আমিষ সমৃদ্ধ) এবং কিছু কচি সবুজ ঘাস বাছুরকে সরবরাহ করতে হবে।
৩য়-১২ সপ্তাহ (৩ মাস)	৪ লিটার	<ul style="list-style-type: none"> • দৈনিক ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১ কেজি হারে উচ্চ মানের কচি নরম সবুজ ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
১৩-১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)	৩ লিটার	<ul style="list-style-type: none"> • দৈনিক ০.৭৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৩ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
১৭-২০ সপ্তাহ (৫ মাস)	২ লিটার	<ul style="list-style-type: none"> • দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।
২১-২৪ সপ্তাহ (৬ মাস)	১ লিটার	<ul style="list-style-type: none"> • দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস দিতে হবে। ৬ মাস এর পর থেকে বাছুরকে দুধ খায়োনের প্রয়োজন হয় না। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না।

- বাছুরকে অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করা হলে বাছুরের পেট খারাপ হবে এবং বাছুর দুর্বল হয়ে পড়বে। এ সময়ে বাছুরের চিকিৎসা না করলে বা বাছুরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি না রাখলে বাছুর অন্যান্য জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ খাওয়ানো সুধু পেট খারাপ নয়, অপচয়ও বটে। ছয় মাসের উর্ধ্বে বাছুরকে দুধ পান করানো থেকে বিরত রাখতে হবে। তবে এ সময়ে তাদেরকে পরিমাণমত দানাদার খাদ্য, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ করতে হবে।

- ছয় মাসের উর্ধ্বে বাছুরকে দুধ, দানাদার, সবুজ ঘাস ও খড় সরবরাহ এর পরিমাণ :

২৫-৩৫ সপ্তাহ	দুধ পান বন্ধ করতে হবে।	<ul style="list-style-type: none"> • দৈনিক ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ৭ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস ও কিছু খড় দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। • বাছুর গরুর বয়স ছয় মাস পার হলে তার ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
৩৬-৫০ সপ্তাহ	-	<ul style="list-style-type: none"> • দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য এবং ১০-১২ কেজি সবুজ কাঁচা নরম ঘাস ও ১-২ কেজি খড় দিতে হবে। • দানা খাদ্যে আমিষের ভাগ ২০% এর কম এবং আঁশের ভাগ ১০% এর উপরে থাকবে না। • বাছুর গরুর ওজনের ১% ইউএমএস দানাদার খাবারের সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।